ANANDABAZAR PATRIKA DATED 07.10.2022

সিএনজির দরে চাপে গাড়ি

দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

গত ছ'মাসে গাড়ির বিকল্প জ্বালানি সিএনজির (কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) দাম চড়ায় নতুন সিএনজি গাড়ির বুকিং কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। এরই মধ্যে অক্টোবর থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ফের বৃদ্ধি পাওয়ায় সিএনজির দাম আরও মাথাচাড়া দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তা সত্যি হলে ওই গাড়ির চাহিদা আরও ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা মারুতি সুজুকির।

পেট্রল-ডিজ়েলের তুলনায় সিএনজির দাম কম। সিএনজি গাড়ির বাজার বৃদ্ধির পক্ষে সেটাই ছিল অনুঘটক। কিন্তু গত পাঁচ মাস ধরে পেট্রল-ডিজ়েল থামকে থাকলেও এক বছরে সিএনজির দাম প্রায় ৭০% বেড়েছে। ফলে দু'ধরনের গাড়ি চালানোর খরচের ফারাকও কমছে।

বৃহস্পতিবার আনন্দবাজারকে মারুতি সুজুকির সিনিয়র এগ্‌জ়িকিউটিভ ডিরেক্টর (বিপণন) শশাঙ্ক শ্রীবাস্তব জানান, "সিএনজি দামি হওয়ায় সস্তা গাড়ির সেই সুবিধা ক্রমশ কমছে। এর ফলে গত ছ'মাসে নতুন সিএনজি গাড়ির বুকিংয়ের হার কমেছে ১০%-১৫%।"

মারুতি সুজুকির বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বুক করে এখনও যত জন ক্রেতা গাড়ির অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৮% সিএনজি গাড়ির। শশাঙ্ক জানাচ্ছেন, গত পাঁচ-ছ'মাসে তাঁদের সিএনজি গাড়ি বিক্রি প্রায় পাঁচ-ছ'হাজার বেড়েছে। তা হলে তো গাড়ির চাহিদা আছে! তা মানলেও শশাঙ্কের দাবি, এই দুই পরিসংখ্যানই বাজারের অবস্থা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, যন্ত্রাংশের জোগান সঙ্কট কমায় বাজারে গাড়ির সরবরাহ বেড়েছে। ফলে সংখ্যার হিসাবে বিক্রি বেড়েছে। কিন্তু সিএনজির চড়তে থাকা দর ওই গাড়ির নতুন চাহিদায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ওই জ্বালানির দরে স্থিতিশীলতা জরুরি বলে মত সংস্থার।

ANANDABAZAR PATRIKA DATED 09.10.2022

সিএনজির দাম বাড়তে পারে রাজ্যেও

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: এ মাসের গোড়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। তার পর মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির জ্বালানি (সিএনজি) এবং বাড়ি-হোটেল-রেস্তরাঁয় পাইপবাহিত রান্নার গ্যাসের (পিএনজি) দাম বাড়ায় মহানগর গ্যাস। শনিবার থেকে উত্তর ভারতের গ্যাস বণ্টন সংস্থা ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাসও (আইজিএল) একই পথে হাঁটল। দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা (এনসিআর), নয়ডা, কানপুর, আজমেঢ়ে সিএনজি-পিএনজির দাম বাড়াচ্ছে তারা। এ রাজ্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সিএনজির তিনটি বণ্টন সংস্থা সূত্রের খবর, এখনও জ্বালানিটির দাম বাড়েনি। তবে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট মহল।

ভারতে গ্যাস উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি বণ্টন সংস্থাগুলিকে কী দরে গ্যাসের জোগান দেবে, তা বছরে দু'বার ঠিক করে কেন্দ্র। অক্টোবর-মার্চে সেই দর প্রায় ৪০% বেড়েছে। ফলে বণ্টন সংস্থাগুলিকে সেই বাড়তি দামে গ্যাস কিনে সিএনজি বা পিএনজি হিসেবে জোগান দিতে হবে।

আইজিএল জানিয়েছে, দিল্লিতে সিএনজি এবং পিএনজির দাম প্রতি কিলোগ্রামে বাড়ছে ৩ টাকা করে। এ ছাড়া নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুরুগ্রাম, কানপুর, আজমেঢ়ে দাম বাড়ছে। এ রাজ্যে এই ব্যবসায় যুক্ত আইওসি-আদানি গোষ্ঠী, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, বেঙ্গল গ্যাস সূত্রের খবর, এখনও দাম বাড়েনি সিএনজির। তবে সেই সম্ভাবনা খারিজ করেনি সংশ্লিষ্ট মহল।

সংবাদ সংস্থা

ANANDABAZAR PATRIKA DATED 22.10.2022

সিএনজি গাড়ির সমস্যা মেটাতে নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব সংবাদদাতা

জগদীশপুর থেকে হলদিয়া পর্যন্ত পাইপলাইন তৈরি হলে সেটির মাধ্যমে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেল। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কিছু অঞ্চলে ট্রাকে করে তাদের জোগানো কোল বেড মিথেন গ্যাস থেকে তৈরি গাড়ির বিকল্প জ্বালানি সিএনজি বিক্রি করছে তিন বণ্টন সংস্থা। কিন্তু শিল্প মহলের অভিযোগ, নিয়ম মেনে পুরনো গাড়িতে সিএনজি-কিট বসিয়ে দু'টি জ্বালানিতেই (পেট্রল ও সিএনজি) চলার উপযোগী করা হলেও, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিবহণ দফতরে নথিভুক্তি না হওয়ায় বহু গাড়িকে রাস্তায় চড়া জরিমানা দিতে হচ্ছে। পাইপে গ্যাস সরবরাহের প্রকল্প নিয়ে শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সমস্যার কথা ওঠে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, পরিবহণ দফতরকে দ্রুত তা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। জেলা প্রশাসনকেও জমি জট কাটাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে গাড়ি, রান্না ও শিল্পের জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগাবে গেল-এর পাইপলাইন। সূত্রের খবর, প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এ দিন মুখ্যসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র সচিব বি পি গোপালিকা, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব, পরিবহণ সচিব বিনোদ কুমার প্রমুখ সব জেলাশাসক, গেল ও তিনটি বণ্টন সংস্থার (বেঙ্গল গ্যাস, ইন্ডিয়ান অয়েল আদানি গ্যাস, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম) প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন। কথা হয় পুরনো গাড়িতে সিএনজি-কিট বসানোর পরেও আইনি বৈধতা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে। যার জেরে পুরনো পেট্রল গাড়ির সিএনজি-তে রূপান্তরের বাজার ধাক্কা খেয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, আঞ্চলিক পরিবহণ দফতরগুলিতে (আরটিও) গাড়িগুলির যথাযথ নথিভুক্তি হচ্ছে না। দ্বিবেদী এ জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করতে এবং আরটিওগুলিকে নির্দেশ দিতে বলেন পরিবহণ সচিবকে। খবর, সিএনজি গাড়িতে রাজ্য কিছু ছাড় দিলেও পুরো সুবিধা মিলছে না এই ধরনের সমস্যায়। অথচ পুরনো গাড়িতে কিট বসানোর লাইসেন্স দেয় রাজ্যই!

এ দিকে অভিযোগ, নবান্ন গেলের পাইপলাইন প্রকল্প নিয়ে সদিচ্ছার বার্তা দিলেও জেলাস্তরে তা বসানোর জন্য জমির ব্যবহার এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ছাড়পত্র পেতে গেল-কে বাধার মুখে পড়তে হয়। জেলা প্রশাসনগুলিকে এ দিন ফের পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। সূত্রের ইঙ্গিত, মাস দুয়েকে সমস্যা মিটবে। মার্চ-এপ্রিলে পাইপলাইনটি পানাগড় থেকে হুগলির রাজারামবাটি-ব্যান্ডেল হয়ে গঙ্গার নীচ দিয়ে নদীয়ার গয়েশপুর পৌঁছতে পারে।

পাইপলাইনের ইতিবৃত্ত

- জগদীশপুর (উত্তরপ্রদেশ)-হলদিয়া, ধামড়া-হলদিয়া ও বারাউনি-গুয়াহাটি— এই তিনটি মূল পাইপলাইন দিয়ে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগাবে গেল।
- উত্তরবঙ্গে সরবরাহ হবে মূলত বারাউনি-গুয়াহাটি পাইপলাইন থেকে।
- কলকাতার দিকে গ্যাস দিতে গঙ্গার নীচ দিয়ে পাইপ বসানোর কাজ শেষ। পানাগড় থেকে মাঝের অংশের কিছু কাজ বাকি।
- কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে ৩৩টি সিএনজি পাম্প চালু। মার্চের মধ্যে আরও ৪০টি হতে পারে।

ANANDABAZAR PATRIKA DATED 30.10.2022

চড়ছে সস্তার সিএনজি, কী করবে বণ্টনকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা

রান্নার গ্যাস থেকে গাড়ির তেল, জ্বালানির চড়া দরের ছেঁকায় অন্যান্য দেশের মতো ভারতের মানুষও নাজেহাল। বিকল্প হিসেবে যে জ্বালানি কিছুটা সস্তা ছিল, সেই প্রাকৃতিক গ্যাসের দরও এখন ঊর্ধ্বমুখী। ফলে বেড়ে চলেছে তা থেকে উৎপাদিত রান্না, শিল্পোৎপাদন (পিএনজি) এবং পরিবহণ (সিএনজি) জ্বালানির দাম। তার প্রাথমিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গেও।

এ রাজ্যে পিএনজির জোগান এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে সিএনজির জোগান ও বিক্রি চালু হয়েছে। সেই ব্যবসায় যুক্ত সংস্থাগুলির অন্যতম ইন্ডিয়ান অয়েল-আদানি গ্যাস (আইওএজি) সিএনজির দাম সম্প্রতি এক দফা বাড়িয়েছে। অন্য দুই সংস্থা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসি) এবং বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি (বিজিসি) এখনও দর না বাড়ালেও তাদের পক্ষেও আর কত দিন আর্থিক বোঝা বহন করা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সংশয়ী সংশ্লিষ্ট মহল। দাম সংশোধনের বিষয়টি অভ্যন্তরীণ বলে তিন সংস্থার কেউই মুখ খুলতে চায়নি। এইচপিসি বা বিজিসি এ নিয়ে আলোচনায় বসবে কি না, তা নিয়েও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গ্যাস ক্ষেত্রগুলি থেকে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বছরে দু'বার (এপ্রিল ও অক্টোবর) সংশোধন করে কেন্দ্র। এ মাসে পুরনো ক্ষেত্রগুলির গ্যাসের দাম প্রতি মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিটে ৬.১ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৫৭ ডলার। নতুন ক্ষেত্রগুলির গ্যাস ৯.৯২ ডলার থেকে বেড়ে ১২.৬ ডলার হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দামের পাশাপাশি, প্রাকৃতিক গ্যাসের দামও বেড়েছে। তার প্রভাবে ভারতেও তার দাম বেড়েছে প্রায় ৪০%।

চিন্তা যখন প্রাকৃতিক গ্যাস

- এপ্রিল ও অক্টোবরে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম সংশোধন করে কেন্দ্র।
- গ্যাস উদ্বৃত্ত দেশগুলিতে তার দামের নিরিখে এ দেশে দর ঠিক হয়।
- এ দফায় প্রতি মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিটের দাম ৬.১-৯.৯২ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৫৭-১২.৬ ডলার। প্রায় ৪০%।
- তার ফলে বেড়েছে পিএনজি এবং সিএনজির দাম। প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে সিএনজির দামে।
- দাম বাড়িয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল-আদানি গ্যাস। এখন নজর হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এবং বেঙ্গল গ্যাসের দিকে।

গত এক বছরে সিএনজি এবং পিএনজির দাম ভারতে ৭০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। শিল্পমহল সূত্রের খবর, গত ১ জানুয়ারি এইচপিসির নদিয়া ও হুগলির পাম্পে প্রতি কিলোগ্রাম সিএনজির দাম ছিল যথাক্রমে ৬৮.৫ এবং ৬৯.৫ টাকা। এখন তা ৯৫ টাকা। বছরের শুরুতে বিজিসির পাম্পগুলিতে জ্বালানিটির দাম ৬৭.৬৭ টাকা ছিল। তা বাড়তে বাড়তে ৮৯.২৫ টাকায় পৌঁছেছে। এরই পাশাপাশি, বর্ধমানে আইওএজির পাম্পে সিএনজির দাম গত ১ জানুয়ারি ৭৮ টাকা ছিল। এ মাসে কিছু দিন পর্যন্ত তা ছিল ৯১ টাকা। সংস্থার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সম্প্রতি তা ফের বেড়ে ৯৪ টাকা হয়েছে।

গাড়ির জ্বালানি হিসেবে পেট্রল-ডিজ়েলের তুলনায় সিএনজি বরাবরই সস্তা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম দ্রুত মাথা তোলায় দামের সেই ব্যবধান কমেছে। এ নিয়ে কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছিল উদ্বিগ্ন গাড়ি শিল্পমহল।

সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, অদূর ভবিষ্যতে এইচপিসি এবং বিজিসির দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের গ্যাস জোগানোর মূল পাইপলাইন এখনও তৈরি না হওয়ায় ট্রাকে বড় সিলিন্ডারে করে (কাসকেড) গ্যাস আনতে হচ্ছে তিন বণ্টনকারী সংস্থাকে। ফলে এমনিতেই সংস্থাগুলি কার্যত লোকসান করে পাম্পে সিএনজি বিক্রি করছে। গ্যাস কেনার খরচ আরও বাড়ায় সম্প্রতি আর্থিক চাপ আরও বেড়েছে।

Kirit Parikh committee likely to recommend cap on gas prices

October 28, 2022 | News & Developments

Kirit Parikh committee is likely to recommend an end user price cap of $ 6-7 per metric million british thermal unit (mmbtu) on gas prices. It's likely to submit the report by the first week of November 2022.

In order to review the formula that dictates the pricing of gas, the committee was constituted in September 2022. It is likely to issue separate recommendations for city gas distribution(CGD), fertiliser and power plant companies.